Majlis Ugama Islam Singapura

Khutbah Jumaat

10 November 2023 / 26 Rabi'ul Akhir 1445H

ইসলাম সবরকম দমননীতি অগ্রাহ্য করে

Islam Rejects All Forms of Oppression

الحَمدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ مَكَارِمَ الأَخلاَقِ عُنوَانَ أَهلِ العِرْفَانِ، وَجَعَلَ حُسْنَ الخُلُقِ أَفضَلَ شَيءٍ يُوضَعُ فِي المِيزَانِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ الرَّؤُوفُ المَنَّانُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبدُهُ ورَسولُهُ أَرسَلَهُ اللهُ إِلَى سَائِرِ الإِنسِ وَالجَانِّ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصحَابِهِ الَّذِينَ هُم لِأَهلِ الأَرضِ مَنبَعُ الرَّحمَةِ وَالأَمَانِ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عَبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

জুম্মায় আগত সম্মানিত মুসুল্লীবৃন্দ,

আসুন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার সকল নির্দেশ পালন করে এবং তিনি যা নিষিদ্ধ করেছেন তা করা থেকে বিরত থেকে আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার প্রতি আমাদের ভক্তি আরো বাড়িয়ে তুলি। করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখি। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা আমাদের তাঁদের অন্তর্ভুক্ত

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা

আমি আজকে আপনাদের সবাইকে বলব হাদীস কুদসিতে বর্ণিত হাদীসের অর্থ বুঝে নিতে এবং এখান থেকে শিক্ষা লাভ করতে। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা বলেছেন,

يَا عِبَادِي، إِنِّيْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِيْ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوْا

অর্থঃ হে আমার বান্দাগণ, আমার নামে যে কোন রকম নিপীড়ন আমি নিষেধ করে দিয়েছি এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও কারো ওপর নিপীড়ন নিষিদ্ধ করেছি। তোমরা কেউ কারো ওপর নিপীড়ন কোরো না। “ (ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদীস)

এখানে যে হাদীসটি উল্লেখ করলাম তার আলোকে নিজেদের অবস্থান বুঝে নেয়া আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম কিভাবে নিপীড়নমূলক আচরণের ব্যাখ্যা করে তার কথা এখানে বলা হয়েছে।

এর কারণ হল মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা সবার প্রতি ন্যায্য ও ন্যায়বিচারপূর্ণ কাজ করে থাকেন। এর কারণ হল, ইসলামের শরীয়তের মূল নীতিতে নিপীড়ন সবসময়ই বিরোধিতাপূর্ণ। ইসলামের শরীয়তের মূল লক্ষ্য হলঃ ন্যায়বিচারের নীতি।

তাই মানুষের ওপর , বিশেষ করে মানুষের প্রাণের ওপর সর্বপ্রকার নিপীড়ন এবং সহিংসতা এই ধর্মে নিষেধ করে দেয়া আছে। মানুষের জীবনের গুরুত্ব নিয়ে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা বলেছেন,তার দিকে দৃষ্টি দেইঃ

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِى ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

এ কারণেই আমি বনী-ইসলাঈলের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবাপৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে। এবং যে কারও জীবন রক্ষা করে, সে যেন সবার জীবন রক্ষা করে। তাদের কাছে আমার পয়গম্বরগণ প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছেন। বস্তুতঃ এরপরও তাদের অনেক লোক পৃথিবীতে সীমাতিক্রম করে। (আয়াত ৩২, সুরা বনী ইসরায়েল)

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

সহিংসতা ও নিপীড়নমূলক কাজ এমন যা অত্যন্ত অনুশোচনামূলক এবং অগ্রহণযোগ্য সেই সব মানুষের কাছে যাদের মধ্যে সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার বোধটি সুদৃঢ়ভাবে বিদ্যমান আছে। এটা মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি যে সকল প্রাণিরই সৃষ্ঠিকর্তা হলেন আল্লাহু রাব্বাল আলামীন। যাঁরা এই নীতিতে বিশ্বাস করেন তারা সবর্দা সকল মানুষকে ভালবাসেন, তারা হিংসা ও নিপীড়নের ওপরে শান্তিকে অগ্রাধিকার দেন।

এই প্রবৃত্তি সর্বদা সীমাহীণ সমস্যা সৃষ্টির চেয়ে বরং তারা যে কোন কিছুর ব্যাখ্যা দিতে সচেষ্ট থাকে। আর এইটাই জীবনের মূলনীতি যা ইসলামে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এটা তেমন কোন আদর্শিক বিষয়ও নয়। এটা আমাদের নবী করিম (সঃ)এর নেতৃত্বে এটা আমরা অর্জন করতে পেরেছি, আমরা এ থেকে আভিজ্ঞতা

লাভ করেছি এবং একে বাস্তবেও প্রয়োগ করতে পেরেছি।

কিন্তু তারপরেও আমরা চারিদিকে তাকালে দেখব যে, পৃথিবীতে আমাদের চারপাশে্র মানুষের মধ্যে কি পরিমাণ যুদ্ধবিগ্রহ, মারামারি, হিংসা বিদ্বেষচলছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা মানুষের ধর্ম ও সংস্কৃতি্র প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা হরণের পর্যায়ে চলে যায়।

এটা আমাদের জন্য অতি দুঃখজনক ও হৃদয়বিদারক হয় যখন আমাদের চোখের সামনে মানুষের মৃত্যু বিশেষ করে যখন দেখি যে বয়স্কদের মধ্যে যাঁরা দুর্বল , মহিলা, শিশু এবং ছোট শিশুরা মারা যাচ্ছে। মানুষের বসত-বাড়ী ঘর, বিদ্যালয়,হাসপাতাল সর্বত্র ধ্বংসের কাজ হচ্ছে , সবকিছুর সংগে মানুষের মনের আশা ও ভবিষ্যতও ধুলায় মিলিয়ে যাচ্ছে।

আর তাই, আমাদের নবী করিম (সাঃ) আমাদেরকে সব রকম পরিস্থিতিতে এমনকি যুদ্ধের সময়েও নারী, যুদ্ধ , শিশু , দুর্বল এমনকি গাছ-পালা , ধর্মশালা কোন কিছুকেই ধ্বংস না করার শিক্ষা দিয়ে গেছেন। আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদিগকে সেইসব

লোকেদের থেকে দূরে রাখেন যারা নিপীড়নমূলক আচরণ করতে দ্বিধা করেন না, যারা এই সর্বজনীন মূল্যবোধটিকে লঙ্ঘন করে যা কি-না ইসলামের মূল শিক্ষা বলা যায়। আমীন ইয়া রাব্বাল আল্মীন।

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

ইসলাম কখনো তার অনুসারীদেরকে দুঃখ প্রকাশে বা নিজেদের সুযোগ সুবিধাগুলির ব্যাপারে কথা বলায় কোন বাধা দেয় না। এমনকি নবী করিম (সঃ) এর নিজ সন্তান ইবরাহীমের মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন।

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

তাই, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার ধর্মে বিশ্বাসী আমরা যখন চারপাশে এত যন্ত্রণা ও অপ্রীতিকর ঘটনা দেখি তখন আমাদের কি করা উচিত।

এখানে ধর্ম আমাদের যে নির্দেশণাটি দেয় তা। হল, আমাদের সমস্ত অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়া , তা যেন আমাদের ধর্মের পথের সাথে সংগতি রেখে সর্বদা ইতিবাচক হয় । আর সেটা করতে হবে আমাদের প্রতিক্রিয়াকে আরো ইতিবাচক লক্ষের দিকে ধাবিত করার মাধ্যমে।

জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমাদের নবী করিম (সঃ) এর এই শিক্ষা ও মনোভাব ছিল সে তিনি খুব কঠিন বা নিপীড়িত অবস্থায় থাকুন বা তিনি খুব আরামে বা উচ্চ ক্ষমতায় থাকুন ।

তিনি কখনও ঘৃণা, নিপীড়ন বা সহিংস ছিল না, তিনি আমাদেরকে সর্বদা ক্ষমা, দয়াশীলতা এবং কল্যাণের পথে সর্বদা অবিচল থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন।

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

এই যুদ্ধের শিকার যারা তাদের সংখ্যা এটাই প্রমাণ করে যে কিভাবে বিচারহীণতা ও অনুশোচনাবিহীণভাবে নিরীহ ও দোষী লোকজন এতটা দুর্ভোগের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।

এটা আমাদেরকে শেখায় যে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতার গুরুত্ব কত জরুরী! বিশেষ করে যখন কেউ রাগান্বিত থাকে বা কোন দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকে তখন। রাগ কখনও মানুষের সমস্ত বিবেচনাবোধ হরণের কারণ হতে পারে না। রাগ তাদের সকল যৌক্তিক চিন্তাক্ষমতা হরণ করে এবং তাদেরকে দিয়ে নিপীড়ন করতে উদ্বুদ্ধ করে।

আর তাই, নবী করিম (সঃ) একদা একটি হাদীসে এটা বর্ণনা করেছেন যার অর্থঃ তিনটা জিনিস মানুষকে রক্ষা করে , ১। রাগান্বিত বা শান্ত অবস্থায় পক্ষপাতশূণ্য থাকা, ২। ধনী বা দরীদ্র হও না কেন, মধ্যপথ অবলম্বন কর, ৩। একা বা অনেকের মাঝে থাকো মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলাকে ভয় কর।"(ইমাম আল থাব্রানি কর্তৃক বর্ণিত হাদীস)

প্রিয় মুসুল্লীগণ,

আজকের এই পবিত্র দিনে আসুন আমরা হাত তুলি মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার দরবারে এবং দোয়া করি। আসুন আমরা সবাই আবার তাঁর দিকে ফিরে তাকাই। আমাদের অন্তর তাঁর দিকে তাকাক যাতে তিনি প্যালেস্টাইনী সাধারণ মানুষের শান্তি, নিরাপত্তা ও ধৈর্য ও অধ্যবসায় নিশ্চিন্ত করেন। তাদের শান্তি ফিরিয়ে দেয়, ইয়া আল্লাহ। তাদের নিরাপত্তা ফিরিয়ে দায়। তুমি তাঁদের দিক নির্দেশনা দাও। এই বিপদ থেকে বেরিয়ে আসার একটি পথ দেখাও।

আসুন, আমরা সবাই আল্লহ তা আলার নিকট দোয়া করি তিনি যেন এই বিশ্বের শান্তি বজায় রাখেন যেটা আমরা আমাদের দেশে পেয়ে আসছি। মহান আল্লাহু যেন আমাদের বিপদ থেকে রক্ষা কোরেন।

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَ لَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم

Khutbah Kedua

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدَانِ عَامَّةً، يَارَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلِسْطِينَ وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ

عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين. اللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ فَرَجًا، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضلِهِ يُعطِكُم، وَلَذِكرُ اللهِ أَكبَرُ، وَاللهُ يَعلَمُ مَا تَصنَعُونَ.